দৈনিক জনকণ্ঠ

48

তারিখ ... ... APR 23 2000
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রধানমন্ত্রীর কাছে ছয় বুদ্ধিজীবীর আবেদন ॥ মতিঝিল মডেলের ১৩২ ছাত্রীর পরীক্ষার ব্যবস্থা করুন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বিশিষ্ট ছয় বুদ্ধিজীবী, মতিঝিল মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজের ১৩২ ছাত্রী যাতে আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা দিতে পারে, মানবিক কারণে সে ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, আইনের খেলাপও আমরা করতে বলি না। তবে এইবারের মতো আইন শিথিল করে তাদের পরীক্ষা দিতে দেয়া হোক

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

প্রধানমন্ত্রীর কাছে

(প্রথম পাতার পর)

এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয়া হোক— ভবিষ্যতে এ ধরণের ত্রুটি হলে বোর্ডের কিছু করার থাকবে না। ফলে পরবর্তীকালে স্কুল/কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রছাত্রীরা সচেতন থাকবে এই আবেদন জানিয়েছেন অধ্যাপক মমতাজউদদীন আহমদ, শিল্পী কাউয়ুম চৌধুরী, শিল্পী হাশেম খান, আবেদ খান, শাহরিয়ার কবির এবং লুৎফর রহমান রিটন।

এক বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, এ রাষ্ট্র গঠনে গণতন্ত্রায়নে আমরাও কখনও কখনও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছি। আমরা কখনও চাইনি এ সমাজ-রাষ্ট্র থেকে মানবিকতা উবে যাক। সে পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের সচেতন অংশ হিসাবেই আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাই— মানবিক কারণে যাতে ১৩২ ছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারে, সে ব্যবস্থা করা হোক। আইনের দোহাই দিয়ে আমরা অমানবিকতা প্রদর্শন করতে পারি বটে, কিন্তু আইন মানুষের জন্য, আইনের জন্য মানুষ নয়।

তাঁরা বলেন, মতিঝিল মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজের ১৩২ ছাত্রীর পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টি আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে গত কয়েক দিন ধরেই খবরের কাগজের মাধ্যমে লক্ষ্য করছিলাম। আমরা আশাও করেছিলাম যে বিষয়টি একটি আশাব্যঞ্জক সমাধানে পৌঁছবে। কিন্তু ছাত্রীরা শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে অনশন করে তাদের ভবিষ্যত যাতে নষ্ট না হয়, সে জন্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাও করেছে। গত শনিবার দৈনিক জনকণ্ঠের প্রথম পাতায় মুনতাসীর মামুনের 'সংবাদ ভাষ্য' ১৩২ ছাত্রীর বিষয়টিকে 'মানবিক মূল্যবোধে' অধিক গুরুত্ব দিয়ে সমাজের বিবেকবান মানুষদের সচেতনতাকে নাড়া দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমরাও তো শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিশু সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। আমরাও বিষয়টি নিয়ে এতদিন কেন চুপ ছিলাম? অতি রাজনীতি আমাদের কি করছে এটা তার একটি প্রমাণ। নিজেদের অধিকার, ক্ষমতার দখল নিয়ে রাজনীতিবিদরা ব্যস্ত। আর সাধারণ মানুষের চেতনার ওপর তা প্রভাব ফেলছে।

বিবৃতিদাতারা বলেন, মুনতাসীর মামুন যে প্রশ্নটি ছুড়ে দিয়েছেন আমাদের প্রতি— তা হলো এই রাষ্ট্র খুনী, সন্ত্রাসী, যুদ্ধাপরাধী লুটেরা, রাষ্ট্রদ্রোহী এমন অনেকের প্রতিই বিভিন্ন সময় মানবিকতা প্রদর্শন করেছে— যেহেতু তাদের রাজনৈতিক খুঁটি আছে। কিন্তু মানবিকতা প্রদর্শন করতে অপারগতা হয় ১৩২টি নির্দোষ ও অসহায় কিশোরীর প্রতি। যে ভুলের জন্য তাদের খেসারত দিতে হচ্ছে তার জন্য তো ছাত্রীরা কেউই দায়ী নয়। বরং যারা ভুল করেছে তাদের প্রতি কোন ব্যবস্থা কি নেয়া হচ্ছে?

তাঁরা আরও বলেন, বিভিন্ন সূত্রে তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন নিয়ে সারা দেশে এক ধরনের দুর্নীতি খুব গোপনে চলে আসছে। ১৩২ জনের ঘটনা এই বিষয়টিকে জনসমক্ষে তুলে ধরেছে। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, বিষয়টি এখন থেকেই কঠিনভাবে দমন করে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিপীড়ন থেকে বাঁচানো হোক।